"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন পূজারী থেকে পূজ্য হচ্ছো, পূজ্য বাবা এসেছেন তোমাদেরকে নিজ সম পূজ্য বানাতে"

***প্রশ্নঃ -** বাচ্চারা, তোমাদের ভিতরে কোন দৃঢ় বিশ্বাস আছে ?*

***উত্তরঃ -** তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, প্রাণ থাকতে তোমরা বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়বে । বাবার স্মরণে এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে বাবার সাথে যাবে । বাবা আমাদের ঘরে যাওয়ার সহজ পথ বলে দিচ্ছেন ।*

***গীতঃ-** ওম নমঃ শিবায়.....*

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তি তো অনেক মানুষই বলে । বাচ্চারাও বলে যে, ওম্ শান্তি । অন্তরে যে আত্মা আছে, সেও বলে যে, ওম্ শান্তি, কিন্তু আত্মারা তো যথার্থ রীতিতে নিজেকে জানে না, না তারা বাবাকে জানে । যদিও তারা ডাকে, কিন্তু বাবা বলেন, আমি যা বা যেমন, আমাকে যথার্থ রীতিতে কেউই জানে না । এই ব্রহ্মাও বলেন যে, আমি নিজেকে যথার্থ রীতিতে জানতাম না যে, আমি কে, কোথা থেকে এসেছি । আত্মা তো পুরুষ, তাই না । সেও তো বাচ্চা । বাবা হলেন পরমাত্মা । তাই আত্মারা নিজেদের মধ্যে ভাই - ভাই হয়ে গেলো । এরপর শরীরে আসার কারণে কাউকে মেল আবার কাউকে ফিমেল বলা হয়, কিন্তু যথার্থ রূপে আত্মা কেমন, এ কোনো মনুষ্য মাত্রই জানে না । এখন বাচ্চারা, তোমরা এই জ্ঞান পাও, যা তোমরা সাথে করে নিয়ে যাও । ওখানে কেবল এই জ্ঞানই থাকে যে, আমরা আত্মা, আমরা এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি । আত্মার পরিচিতি সঙ্গে করেই নিয়ে যায় । পূর্বে তো এই আত্মাকেই জানতো না । আমরা কবে থেকে অভিনয় করছি, কিছুই জানতো না । এখনো পর্যন্ত কেউই নিজেকে সম্পূর্ণ চিনতে পারেনি । স্থূল ভাবে জানে আর স্থূল লিঙ্গ রূপকেই স্মরণ করে । আমি আত্মা হলাম বিন্দু । বাবাও বিন্দু, এইভাবে স্মরণ করে এমন খুব কমই আছে । নম্বরের ক্রমানুসারেই তো বুদ্ধি হয়, তাই না । কেউ কেউ তো খুব ভালোভাবে বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে লেগে যায় । তোমরা বোঝাও যে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । তিনিই হলেন পতিত পাবন । প্রথমে তো মানুষ আত্মাকেই চেনে না, তাই তাদের তাও বোঝাতে হবে । নিজেকে যখন আত্মা নিশ্চিত করবে, তখন বাবাকেও জানতে পারবে । মানুষ আত্মাকেই চেনে না, তাই বাবাকেও সম্পূর্ণ জানতে পারে না । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা হলাম বিন্দু এতো ছোটো আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ আছে, এও তোমাদেরই বোঝাতে হবে । না হলে শুধু বলে দেবে, এই জ্ঞান খুব ভালো । ভগবানের সঙ্গে মিলনের পথ খুব ভালো, এমন বলে দেয়, কিন্তু আমি কে, বাবা কে, এ কথা জানে না । কেবল ভালো - ভালো বলে দেয় । কেউ তো আবার এমনও বলে দেয় যে, এরা তো নাস্তিক বানিয়ে দেয় । তোমরা জানো যে - জ্ঞানের বোধ কারোর মধ্যেই নেই । তোমরা বোঝাও যে, আমরা এখন পূজ্য হচ্ছি । আমরা কারোর পুজো করি না, কেননা যিনি সকলের পূজ্য, উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান, আমরা তাঁর সন্তান । তিনিই হলেন পূজ্য পিতাশ্রী । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে - পিতাশ্রী আমাদের আপন করে নিয়েছেন আর পড়াচ্ছেন । সবথেকে উঁচুর থেকেও উঁচু পূজ্য হলেন একজনই, তিনি ছাড়া আর কেউই পূজ্য বানাতে পারেন না । পূজারী অবশ্যই পূজারীই বানাবেন । দুনিয়াতে সকলেই হলেন পূজারী । তোমরা এখন পূজ্যকে পেয়েছো, যিনি তোমাদের নিজের সমান তৈরী করছেন । তোমাদের পুজো ছাড়িয়ে দিয়েছেন । তিনি তোমাদের সাথে করে নিয়ে যান । এ হলো ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া । এ হলোই মৃত্যুলোক । ভক্তি তখনই শুরু হয়, যখন রাবণ রাজ্য হয় । আমরা পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যাই । তারপর পূজারী থেকে পূজ্য বানানোর জন্য বাবাকেই আসতে হয় । এখন তোমরা পূজ্য দেবতা তৈরী হচ্ছো । আত্মা শরীর দ্বারা অভিনয় করে । বাবা এখন আত্মাকে পবিত্র করার জন্য আমাদের পূজ্য দেবতা বানাচ্ছেন । বাচ্চারা, তাই তোমাদের এই যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে - বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পূজারী থেকে পূজ্য হয়ে যাবে, কেননা এই বাবা হলেন সর্ব পূজ্য । যারা অর্ধেক কল্প পূজারী হয়, তারাই আবার অর্ধেক কল্প পূজ্য হয় । এও এই ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । এই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে কেউই জানে না । বাচ্চারা, এখন তোমরা বাবার কাছে জানতে পারো আর তোমরা অন্যদেরও বোঝাও । প্রথম প্রথম মুখ্য এই বিষয় বোঝাতে হবে যে - নিজেকে আত্মা বিন্দু মনে করো । আত্মার বাবা হলেন নিরাকার, সেই নলেজফুল বাবা এসেই পড়ান । তিনি এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুঝিয়ে বলেন । বাবা একবারই আসেন । তাঁকে একবারই জানতে পারা যায় । তিনি একবার এই সঙ্গমযুগেই আসেন । তিনি এসে এই পুরানো পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান । বাবা এখন এই ড্রামার নিয়ম অনুসারে এসেছেন । এ কোনো নতুন কথা নয় । তিনি বলেন, আমি কল্প - কল্প এইভাবেই আসি । এক সেকেণ্ডও আগে - পিছে হতে পারে না । বাচ্চারা, তোমরা এই কথা মনে স্বীকার

করে নিয়েছো যে, বরাবর বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের প্রকৃত জ্ঞান দিচ্ছেন, আবার পরের কল্পেও বাবাকেই আসতে হবে । বাবার কাছে আমরা যে এই সময়কে জানতে পেরেছি, তা আবার পরের কল্পে জানবো । তোমরা এও জানো যে, এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে, তারপর তোমরা সত্যযুগে এসে আবার অভিনয় করবে । তোমরা সত্যযুগী স্বর্গবাসী হবে । এ কথা তো বুদ্ধিতে স্মরণে আছে, তাই না । এই স্মরণ থাকলে তোমাদের খুশীও থাকবে । এ তো তোমাদের ছাত্রজীবন, তাই না । আমরা এখন স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পড়ছি । যতক্ষণ না এই পড়া সম্পূর্ণ হচ্ছে, তোমাদের এই খুশী স্থায়ী থাকা চাই । বাবা বোঝান যে, তোমাদের পড়া তখনই শেষ হবে, যখন বিনাশের জন্য সামগ্রী তৈরী হবে । তখন তোমরা বুঝে যাবে যে, আগুন অবশ্যই লাগবে । তৈরী তো হতেই থাকে, তাই না । একে অপরের প্রতি কতো উত্তেজিত হতে থাকে । চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সেনারা আছে । সবাই লড়াই করার জন্য তৈরী হতেই থাকে । কেউ না কেউ এমন আক্রমণ করে যে লড়াই লেগেই যায় । পূর্ব কল্পের মতো বিনাশ তো হতেই হবে । বাচ্চারা, তোমরা এই সব দেখবে । আগেও বাচ্চারা দেখেছিলো যে, একটা আগুনের ফুলকি থেকে কতো লড়াই লেগেছিলো । একজন অন্যজনকে ভয় দেখাতে থাকে যে, এমন করো, না হলে আমাদের এই বম্ব-এর প্রয়োগ করতে হবে । মৃত্যু সামনে এসে যায়, তখন বম্ব তৈরী না করে থাকতে পারে না । আগেও যখন লড়াই লেগেছিলো, তখন এই বোম্বের প্রয়োগ করেছিলো । এ তো ভবিতব্য ছিলো, তাই না । এখন তো হাজার - হাজার বোম্বস ।

বাচ্চারা, তোমাদের এই কথা অবশ্যই বোঝাতে হবে যে, এখন বাবা এসেছেন, সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । সকলেই ডাকছে - হে পতিত পাবন, এসো । এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে আমাদের পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, পবিত্র দুনিয়া হলো দুটি - মুক্তি আর জীবনমুক্তি । সকলের আত্মা পবিত্র হয়ে মুক্তিধামে চলে যাবে । এই দুঃখধাম বিনাশ হয়ে যাবে, যাকে মৃত্যুলোক বলা হয় । প্রথমে অমরলোক ছিলো, তারপর চক্র ঘুরে তোমরা এখন মৃত্যুলোকে এসেছো । আবার অমরলোকের স্থাপনা হয় । ওখানে কোনো অকালমৃত্যু হয় না, তাই ওই দুনিয়াকে অমরলোক বলা হয় । শাস্ত্রে যদিও এই অক্ষর আছে, তবুও যথার্থ রীতিতে কেউই বুঝতে পারে না । এও তোমরা জানো যে - বাবা এখন এসেছেন । মৃত্যুলোকের তো অবশ্যই বিনাশ হতে হবে । এ একশো ভাগ নিশ্চিত । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন যে, নিজেদের আত্মাকে যোগবলের দ্বারা পবিত্র বানাও । তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, কিন্তু এও বাচ্চারা স্মরণে রাখতে পারে না । বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার বা রাজত্ব নিতে হলে পরিশ্রম তো চাই, তাই না । যতটা সম্ভব স্মরণে থাকতে হবে । নিজেকে দেখতে হবে যে - কতটা সময় আমরা স্মরণে থাকি, আর কতোজনকে স্মরণ করাই ? 'মনমনাভব' একে মন্ত্রও বলা যাবে না, এ হলো বাবার স্মরণ । দেহ বোধকে ত্যাগ করতে হবে । তুমি হলে আত্মা, আর এ হলো তোমার শরীর রূপী রথ, এর দ্বারা তুমি কতো কাজ করো । সত্যযুগে তোমরা দেবী দেবতা হয়ে কিভাবে রাজত্ব করো, তোমরা এই অনুভবও করতে পারবে । ওই সময় তো তোমরা প্রত্যক্ষভাবে আত্ম - অভিমানী থাকো । আত্মা বলবে যে, আমার এই শরীর বৃদ্ধ হয়েছে, এখন এই শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করবো । দুঃখের কোনো কথাই নেই । এখানে তো শরীর ত্যাগ যাতে না হয়, তারজন্য কতো ডাক্তারের ওষুধ ইত্যাদি নেওয়ার পরিশ্রম করে । বাচ্চারা, তোমাদের অসুস্থতা ইত্যাদিতেও এই পুরানো শরীরে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়, কেননা তোমরা বুঝতে পারো, এই শরীরেই বেঁচে থেকে বাবার কাছ থেকে আমাদের উত্তরাধিকার পেতে হবে । শিব বাবার স্মরনেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । এই হলো পরিশ্রম, কিন্তু প্রথমে তো আত্মাকে জানতে হবে । তোমাদের মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা । স্মরণে থাকতে থাকতে তারপর আমরা চলে যাবো মূল বতন । আমরা যেখানের নিবাসী, সেই হলো শান্তিধাম । তোমরাই শান্তিধাম আর সুখধামকে জানো আর তা স্মরণ করো । আর কেউই তা জানে না । যারা পূর্ব কল্পে বাবার উত্তরাধিকার নিয়েছিলো, তারাই নেবে ।

মুখ্য হলো স্মরণের যাত্রা । ভক্তিমার্গের যাত্রা সব শেষ হয়ে যাবে । ভক্তি মার্গই শেষ হয়ে যাবে । ভক্তি মার্গ কি ? যখন জ্ঞান হবে তখন বুঝতে পারবে । ওরা মনে করে ভক্তির দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যাবে । ভক্তির ফল কি দেবে ? কিছুই জানে না । বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, বাবা বাচ্চাদের অবশ্যই স্বর্গের বাদশাহীর উত্তরাধিকার দেন । সবাইকে তিনি উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, যথা রাজা - রানী তথা প্রজা সকলেই স্বর্গবাসী ছিলো । বাবা বলেন যে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমি তোমাদের স্বর্গবাসী বানিয়েছিলাম । এখন আবারও তোমাদের বানাচ্ছি । এরপর তোমরা এভাবে ৮৪ জন্ম নেবে । এইকথা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখা চাই, ভুলে যাওয়া উচিত নয় । যে জ্ঞান এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞাতা বাবার কাছে আছে, সেই জ্ঞানই বাচ্চাদের বুদ্ধিতে ঝরে পড়ে । আমরা কিভাবে ৮৪ জন্মগ্রহণ করি, এখন আবার বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি, অনেকবার বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছি, বাবা বলেন যে, যেভাবে তোমরা নিয়েছিলে, ঠিক তেমনভাবে আবার নাও । বাবা তো সবাইকে পড়াতে থাকেন । দৈবী গুণ ধারণ করার জন্যও বাবা

সাবধান করতে থাকেন । নিজেকে যাচাই করার জন্য সাক্ষী হয়ে দেখা উচিত যে, আমরা কতখানি পুরুষার্থ করছি । কেউ কেউ মনে করে আমরা খুব ভালো পুরুষার্থ করছি । আমরা প্রদর্শনী ইত্যাদির প্রবন্ধ করতে থাকি যাতে সবাই জানতে পারে যে, ভগবান বাবা এসেছেন । বেচারা মানুষ ঘোর অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে । জ্ঞানের খবর তো কেউই জানে না, তাই অবশ্যই ভক্তিকেই উঁচু মনে করবে । এর আগে তোমাদের মধ্যেও কি জ্ঞান ছিলো কি ? তোমরা এখন জানতে পেরেছো যে জ্ঞানের সাগর হলেন বাবাই, তিনিই ভক্তির ফল দেন, যে বেশী ভক্তি করেছে, সেই বেশী ফল পাবে । সৈ খুব ভালোভাবে এই ঈশ্বরীয় পাঠ গ্রহণ করে উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্য । এ কতো মিষ্টি - মিষ্টি কথা । বৃদ্ধাদের জন্যও খুব সহজ করে বোঝানো হয় । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান শিব । শিব পরমাত্মায়ে নমঃ - এই কথা বলা হয়, তিনি বলেন যে (মামেকম) আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । ব্যস । তিনি আর কোনো কষ্ট দেন না । ভবিষ্যতে মানুষ শিব বাবাকেই স্মরণ করতে লেগে যাবে । উত্তরাধিকার তো নিতেই হবে, প্রাণ থাকতে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়বে । শিব বাবার স্মরণে যদি শরীরও ত্যাগ করে তাহলে সেই সংস্কার নিয়ে যায় । স্বর্গে তো অবশ্যই আসবে, যতো যোগ, ততই ফলপ্রাপ্তি হবে । মূল কথা হলো - চলতে - ফিরতে যতো সম্ভব স্মরণে থাকতে হবে । নিজের মাথাকে ভার মুক্ত করতে হবে, কেবল স্মরণ করা চাই, বাবা আর কোনো পরিশ্রম করান না । তিনি জানেন যে, অর্ধেক কল্প বাচ্চারা অনেক কষ্ট করেছে, তাই আমি এখন এসেছি, তোমাদের উত্তরাধিকার নেওয়ার সহজ পথ বলে দিতে । তোমরা কেবল বাবাকেই স্মরণ করো । যদিও তোমরা স্মরণ আগেও করতে, কিন্তু কোনো জ্ঞান ছিলো না, বাবা এখন এই জ্ঞান দিয়েছেন যে, এই রীতিতে আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । যদিও শিবের ভক্তি তো দুনিয়াতে অনেকেই করে, অনেকেই স্মরণ করে কিন্তু পরিচয় কেউ জানে না । এই সময় বাবা এসে নিজেই পরিচয় দেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । তোমরা এখন জানো যে, আমরা খুব ভালোভাবে জানি । তোমরা বলবে যে, আমরা বাপদাদার কাছে যাই । বাপদাদা এই ভাগীরথ (ভাগ্যশালী রথ) নিয়েছেন, ভাগীরথও তো বিখ্যাত, এনার দ্বারা তিনি বসে জ্ঞান শোনান । এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । তিনি কল্প - কল্প এই ভাগ্যশালী রথে আসেন । তোমরা জানো যে, ইনি হলেন তিনি, যাঁকে শ্যাম সুন্দর বলা হয় । এও তোমরাই বোঝো । মানুষ আবার অর্জুনের নাম রেখে দিয়েছে । বাবা এখন যথার্থ ভাবে বোঝান - ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু আবার বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা কিভাবে হয় । বাচ্চারা এখন বুঝতে পেরেছে যে, আমরা হলাম ব্রহ্মাপুরীর, তারপর বিষ্ণুপুরীর হবো । বিষ্ণুপুরী থেকে ব্রহ্মাপুরীতে আসতে ৮৪ জন্ম সময় লাগে । এও তোমাদের অনেকবার বোঝানো হয়েছে, যা তোমরা আবার শুনছো । আত্মাকে এখন বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, তাই তোমাদের খুশীও হয় । এই এক অন্তিম জন্ম পবিত্র হলে আমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবো । তাহলে আমরা কেন না পবিত্র হই । আমরা এক বাবার সন্তান ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী, তবুও এই শরীরের বৃত্তি পরিবর্তন হতে সময় লাগে । ধীরে ধীরে পরের দিকে তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা হবে । এই সময় কারোরই কর্মাতীত অবস্থা হওয়া অসম্ভব । কর্মাতীত অবস্থা হয়ে গেলে তখন তো এই শরীরও থাকবে না, একে ত্যাগ করতে হবে । লড়াই লেগে যাবে, তখন এক বাবার স্মরণই যেন থাকে, এতেই পরিশ্রম । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সাক্ষী হয়ে নিজেকে দেখতে হবে যে, আমরা কতোখানি পুরুষার্থ করি ? চলতে - ফিরতে, কর্ম করতে করতে কতো সময় বাবার স্মরণে থাকি ?

২) এই শরীরের প্রতি কখনোই বিরক্ত হবে না । এই শরীরে থেকেই বাবার থেকে উত্তরাধিকার পেতে হবে । স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য এই জীবনে এই সম্পূর্ণ ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করতে হবে ।

বরদানঃ- মাস্টার রচয়িতার স্থিতির দ্বারা বিপর্যয়ের সময়ও মনোরঞ্জনের অনুভব করে সম্পূর্ণ যোগী ভব*

মাস্টার রচয়িতার স্থিতিতে স্থিত থাকলে বড় থেকেও বড় বিপর্যয়ের সময় মনোরঞ্জনের দৃশ্যের অনুভব হবে । মহাবিনাশের বিপর্যয়কেও যেমন স্বর্গের গেট খোলার সাধন বলো, তেমনই কোনো প্রকারের ছোটো বা বড় সমস্যা বা বিপর্যয়েও মনোরঞ্জনের রূপ নজরে আসে, 'হায় - হায়' শব্দের পরিবর্তে যেন 'আহা' শব্দ নির্গত হয়, দুঃখও যেন সুখের রূপে অনুভব হয় । দুঃখ - সুখের জ্ঞান থেকেও তার প্রভাবে প্রভাবিত হবে

না, দুঃখকেও বলিহারি দিয়ে সুখের দিন আসছে, এমন মনে করতে পারলে -- তখনই বলা হবে সম্পূর্ণ যোগী ।

__স্লোগানঃ-__ হৃদয় সিংহাসন (দিল তখ্ত) ত্যাগ করে সাধারণ সঙ্কল্প করার অর্থ এই ধরিত্রীতে পা রাখা ।*